হাঁসের বাচ্চা পালন প্রেসক্রিপশন

১। **হাঁসের জাত ঃ** বাংলাদেশে সাধারণত উন্নত জাতের ডিম উৎপাদনকারী খাকি ক্যাম্পবেল, জিংডিং, ইন্ডিয়ান রানার এবং মাংস উৎপাদনকারী বেইজিং বা পিকিং, মাস্কোভী, রাজহাঁস ইত্যাদি পাওয়া যায়।

২। **উৎপাদন ক্ষমতা ঃ** প্রতিটি খাকী ক্যাম্পবেল ও জিংডিং হাঁসী থেকে বছরে ২৪০ থেকে ২৫০ টি ডিম পাওয়া যায়। ইন্ডিয়ান রানার হাঁসী থেকে ২০০-২৪০টি এবং বেইজিং হাঁসী থেকে ১৮০-২০০ টি ডিম পাওয়া যায়। হাঁসের কাংখিত পরিমাণ ডিম উৎপাদন নির্ভর করে জাত, খাদ্য উপাদানের গুণগত মানের উপর।

৩। **বাচ্চা লালন পালন ব্যবস্থা ঃ** হ্যাচারী থেকে বাচ্চা বাড়ীতে আনার পর ব্রুডারে ছাড়তে হবে। কমপক্ষে ২ ঘন্টা শুধুমাত্র glucovet স্যালাইন পানি খেতে দিতে হবে। ব্রুডারের নীচে চট বা ছালার উপর পেপার বিছাতে হবে। ৩ দিন পর্যন্ত ৪ ঘন্টা পরপর পেপার বদলাতে হবে। খাবার পাত্র এবং পানির পাত্র পেপারের উপর দিতে হবে। সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে যাতে পানি পড়ে পেপার ভিজে না যায় এবং পায়খানাযুক্ত ময়লা খাবার না খায়।

১) **Glucovet** স্যালাইন: ২০-২৫ গ্রাম ১ লিঃ পানিতে প্রথম ২ ঘন্টা। পরে ১০-১৫ গ্রাম ১ লিঃ পানিতে দিবেন পুরোদমে খাদ্য না খাওয়া পর্যন্ত।

২) ০১ দিন থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত Broiler Starter feed খাওয়াবেন। ১৫ দিন পর থেকে ২০ দিন পযন্ত (৫দিন) উক্ত খাদ্যের সাথে অন্য যে কোন খাদ্য খাওয়ার অভ্যাস করাতে হবে।

৩) ১ম দিন থেকে Probiotic হিসেবে Poultry Starsol নিয়মানুযায়ী ৫ দিন খাওয়াতে হবে। টিকা দেয়ার আগে ও পরে Lisovit নিয়মানুযায়ী পানিতে খেতে দিবেন।

৫) বাচ্চার সাইজ অনুযায়ী ছোট-বড় আলাদা করুন এবং আলাদাভাবে খেতে দিন।

৬) বাচ্চার লিটার বা বিছানা সর্বদা পরিষ্কার করুন।

৭) সবসময় বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা রাখুন।

১২। প্রথম দিন থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত ঔষধ সমূহ ঃ

১) Immue safe/Betalyte/Immolyte নিয়মানুযায়ী খাবার পানির সাথে খেতে দিন।

২) Glucolyet স্যালাইন যাহা (৩নং এ) বর্ণনা করা হয়েছে।

৩) Vita ADE/Renasol AD_3E/Safe AD_3E=100 ml নিয়মঃ ১ মিলি = ২ লিটার পানিতে, সারা দিনের পানিতে এবং সপ্তাহে দুইদিন খাওয়াবেন।

৪) Vita-3 = 10gm / 100gm

নিয়মঃ ১ গ্রাম = ২ লিটার পানিতে, সারা দিনের পানিতে এবং সপ্তাহে দুইদিন খাওয়াবেন।

৫) টিকা দেয়ার আগে এবং পরের দিন Immue safe/Betalyte/Immolyte খেতে দিতে হবে। ৫ গ্রাম প্রতিদিন ১০০ হাঁসের জন্য।

সৌজন্যে ঃ

ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

লালমনিরহাট।

মোবাইল ঃ ০১৭১৬০৯৩০৩২

৪। **আলোক ব্যবস্থা ঃ** ব্রুডারে বাচ্চাকে কমপক্ষে গ্রীষ্মকালে ১০ দিন এবং শীতকালে ১৫ দিন ব্রুডিং করতে হবে। ব্রুডারের তাপমাত্রা ৯৫° ফা:, ৯০° ফা:, ৮৫° ফা:, ৮০° ফা: এভাবে কমাতে হবে এবং সর্বদা আলোক ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাপমাত্রা ও আলোক ব্যবস্থা সঠিক না হলে বাচ্চা বিভিন্ন অসুখে আক্রান্ত হবে; ছোট-বড় হবে এবং গ্রোথ ভাল হবে না। ছাড়া ২০% এর মত বাচ্চা মারা যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

৫। **বাচ্চার খাদ্যর পরিমাণ ঃ** খাকি ক্যাম্পবেল ও জিংডিং জাতের বাচ্চার ১ম দিন খাদ্য দরকার ৮-৯ গ্রাম, ২য় দিন ৯-১০ গ্রাম, ৩য় দিন ১০-১১ গ্রাম এবং ৪র্থ দিন ১১-১২ গ্রাম এভাবে খাদ্যের পরিমাণ বাড়াতে থাকবে। ইন্ডিয়ান রানার হাঁসের বাচ্চার খাদ্য জন্মের ১ম দিন ৫-৬ গ্রাম, ২য় দিন ৬-৭ গ্রাম, ৩য় দিন ৭-৮ গ্রাম এভাবে প্রতিদিন ১ গ্রাম করে বাড়াতে হবে। বেইজিং জাতের হাঁসের বাচ্চার জন্মের ১ম দিন ১০-১২ গ্রাম, ২য় দিন ১২-১৪ গ্রাম, ৩য় দিন ১৪-১৬ গ্রাম এভাবে বাড়াতে হবে। প্রাকৃতিকভাবে খাদ্য পেলে কম পরিমান খাদ্য দিতে হবে। আরো জানতে হবে পুলেট হাঁসের খাদ্য, মাংস উৎপাদনকারী হাঁসের খাদ্য এবং ডিম উৎপাদনকারী বিভিন্ন জাতের হাঁসের খাদ্য। অন্যথায় ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী।

৬। **বাচ্চাকে পানিতে ছাড়ার সময় ঃ** দেশী ও বিদেশী যে কোন হাঁসের বাচ্চারে শীতকালে ২০ দিন এবং গ্রীষ্মকালে ১৫ দিনের আগে পানিতে ছাড়া যাবে না। প্রথম দিন $^{1}/_{2}$ ঘন্টা, ২য় দিন ১ ঘন্টা এভাবে পানিতে রাখার অভ্যাস করুন। ২৫ দিন পর থেকে যত সময়ই পানিতে থাকুক না কেন সমস্যা হবে না।

৭। **হাঁসের বাচ্চার টিকা প্রদান ঃ** বয়স ১৮-২০ দিন ডাকপ্লেগ টিকা। ৪৫-৫০ দিন বয়সে কলেরার টিকা এবং ৭০-৮০ দিন বয়সে টাইফয়েড টিকা দিবেন। প্রথম টিকা দেয়ার পর ৩ মাস পর পর উক্ত টিকাগুলির বুস্টার ডোজ দিবেন। টাইফয়েড টিকা দেয়া জরুরী। এতে হাঁস বা মুরগি সালমোনেলা ও ইকলাই রোগ থেকে রক্ষা পায়। টিকা দেয়ার আগে এবং পরের দিন Immue safe/Betalyte/Immolyte খেতে দিতে হবে। ৫ গ্রাম প্রতিদিন ১০০ হাঁসের জন্য।

৮। **কৃমিনাশক ব্যবস্থা ঃ** সাধারণতঃ ৫০ দিন বয়সে কৃমিনাশক ঔষুধ খাওয়ানো উচিত। এরপর প্রতি ৩-৪ মাস পরপর কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াবেন।

৯। **হাঁসের ঘরের জায়গা ঃ** শুধুমাত্র রাত্রে ঘরে রাখলে ১ - $1^{1}/_{2}$ ফুট হাঁস প্রতি। আবদ্ধ-অবস্থায় পালন করলে $1^{1}/_{2}$ - ২ ফুট হাঁস প্রতি।

১০। **নিষেধ ঃ**

১) হাঁস-মুরগি একত্রে পালন করা যাবে না।

২) ১৫ দিনের আগে হাঁসকে পানিতে ছাড়া যাবে না।

৩) টিকা দেয়ার পর কমপক্ষে ৫-৭ দিন কোন প্রকার Antibiotic ঔষধ খাওয়ানো যাবে না।

৪) প্রতিবার টিকা দেয়ার পর অতিরিক্ত টিকা মাটিতে/পানিতে ফেলা যাবে না। মাটিতে গর্ত করে পুতে রাখতে হবে।

৫) ভিন্ন ভিন্ন বয়সের বাচ্চাকে একত্রে পালন করা যাবে না।

৬) ছোট বাচ্চাকে Antibiotic দিলে পা শুকিয়ে যাবে এবং বাচ্চা প্যারালাইসিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

১১। **পরামর্শ ঃ**

১) টিকা দেয়ার আগে এবং পরে Immue safe/ Betalyte/ Immolyte (মোট = ২ দিন) খেতে দিবেন। মাত্রা ৫ গ্রাম = ১০০ হাঁসের জন্য প্রতিদিন ১ বার।

২) বাচ্চার বয়স ১৫ দিন হলে হাঁসপ্রতি ৫ গ্রাম করে সবুজ ঘাস, লালশাক, পুঁইশাক বা কলমিশাক খেতে দিন। এতে হজমশক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং ভিটামিনের অভাবও পূরণ হবে।

৩) পাতলা পায়খানা হলে শুধুমাত্র খাবার স্যালাইন খেতে দিন।

৪) বাচ্চার বৃদ্ধির সাথে সাথে খাবার পাত্র ও পানির পাত্র বৃদ্ধি করুন।